আমাদের অনুপ্রেরণা: স্থানীয়করণ ও অংশীদারিত্বের আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ

বাংলাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত এনজিও, সিএসও (সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন) নেটওয়ার্কসমূহের মধ্যে ন্যূনতম কিছু লক্ষ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য গঠন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ সিএসও-এনজিও সমন্বয় প্রক্রিয়া'। এছাড়া উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সহায়তাগুলোর স্থানীয়করণ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করাও এই প্রক্রিয়টির অন্যতম লক্ষ্য। স্থানীয়করণ বলতে আমরা বিশ্বাস করি, উন্নয়ন ও মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেতৃত্বে থাকবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। আমরা মনে করি উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশীদারিত্ব হবে সম্মানজনক। স্থানীয়করণ এবং সম্মানজনক অংশীদারিত্ব উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে তাকে কার্যকার করতে পারে।

স্থানীয়করণ বা সম্মানজনক অংশীদারিত্বের এই দাবিগুলো বিডিসিএসও প্রসেসের তোলা নতুন কোনও দাবি নয়। এই দাবিগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের এনজিও-সিএসও বৈশ্বিক পর্যায়ে নানা সময়ে অনুষ্ঠিত নানা সভা-সমাবেশে তুলে ধরছে। দীর্ঘদিনের আন্দোলন-আলোচনার ফলে এখন পর্যন্ত বেশ কিছু বিষয়ে এনজিও নেতৃবৃন্দ, প্রধান প্রধান আইএনজিওসমূহ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থা কয়েকটি চুক্তি এবং সমঝোতায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা সেসব দলিলকেই আমাদের অবস্থান ও প্রত্যাশার মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছি। আন্তর্জাতিক সেসব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিমালা হচ্ছে:

১. অংশীদারিত্বের নীতিমালা (Principles of Partnership- PoP): ২০০৭ সালে অংশিদারিত্বের নীতিমালা নামে একটি দলিল প্রণীত হয়। বিশ্ব ব্যাংক, রেডক্রিসেন্ট- রেডক্রস, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘ সংস্থাসহ ৪০টি প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালা স্বাক্ষর করে। যার মূল বিষয়গুলো হলো: সমতা (Equality), স্বচ্ছতা (Transparency), ফল অভিমুখী এপ্রোচ (Result-Oriented Approach), দায়িত্বশীলতা (Responsibility) ও পরিপূরক ভূমিকা (Complementarity). অংশীদারিত্ব নীতিমালা কেবল জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি, আন্তঃসরকারী কিংবা আন্তর্জাতিক এনজিওর জন্যই প্রযোজ্য- এমন নয়। বরং এই নীতিমালা মানবিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত সকল পক্ষ যেমন- সরকার, বুদ্ধিজীবী, প্রাইভেট সেক্টর এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ- সবার জন্য একটি স্বীকৃত কর্মকাঠামো যা আরও

আমরা বিশ্বাস করি, উন্নয়ন ও মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেতৃত্বে থাকবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

বেশি সমতার ভিত্তিতে গঠনমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে।

২. পরিবর্তনের সনদ বা চার্টার ফর চেঞ্জ (Charter for Change): মানবিক সহায়তামূলক কর্মকাণ্ড আরো বেশি স্থানীয় সক্ষমতায় পরিচালনার জন্য এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন আনার একটি উদ্যোগ হলো এই 'চার্টার ফর চেঞ্জ'। বিশ্বের ৪৩টি দেশের প্রায় ১৫০টি জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক এনজিও 'চার্টার ফর চেঞ্জ' কে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এর ৮টি প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করার জন্য তাদের সহযোগী সংস্থা বা পার্টনারসহ সকলের প্রতি আহবান রেখেছে। চার্টারে স্বাক্ষরকারী ২৯টি আন্তর্জাতিক এনজিও মে, ২০১৮ সালের মধ্যে ৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছিলো। প্রতিশ্রুতিগুলো হলো: মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত তৃতীয় বিশ্বের এনজিওগুলোর প্রতি সরাসরি অর্থ বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা, অংশীদারিত্বের নীতিমালা পুন-নিশ্চিত করা, দক্ষিণের দেশসমূহের জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা, স্থানীয় দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা বন্ধ করা, দেশীয় সংস্থা ও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া, সাব কন্ট্রাকটিং সংক্রান্ত বিষয়, ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, অংশীদারদের বিষয়ে জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ।

৩. গ্রান্ড বারগেইন (Grand Bargain): "গ্রান্ড বারগেইন" হচ্ছে বিশের ৩০টি বৃহৎ দাতা এবং সাহায্যকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি সমঝোতামূলক অঙ্গীকারনামা। এসকল অঙ্গীকার পূরণের মাধ্যমে মানবিক সংকটে নিপতিত অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য আরও উন্নততর সেবা নিশ্চিত করা যায়। মানবিক কার্যক্রমের দক্ষতা ও কার্যকারিতার মান উন্নয়নে গ্রান্ড বারগেইন প্রক্রিয়াটি দাতা ও সাহায্য সংস্থাগুলির জন্য

প্রয়োজনীয়। গ্রান্ড বারগেইন প্রক্রিয়া দাতা ও সাহায্য সংস্থাগুলোর বর্তমান কাজের ধরনের উপর ধারাবাহিক পরিবর্তনসমূহ যুক্ত করেছে। কারণ তারা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অতিরিক্ত বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করবে, বিশেষ করে মানবিক সাহায্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য। কর্মধারার এই পরিবর্তন মানবিক চাহিদা পূরণে জড়িত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সাড়া দানকারী সংস্থাসমূহের জন্য আরও ব্যাপক পরিসরে অর্থ বরাদ্দ ও গতি বৃদ্ধি করা, নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করাসহ একটি সহজ এবং অভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশল ইত্যাদি বিষয়সমূহকে সহয়তা ও ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখবে। গ্রান্ড বারগেইন স্বাক্ষরদানকারী দাতা ও সাহায্য সংস্থাগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, ২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক মানবিক কার্যক্রমের বরাদ্দ তহবিলের কমপক্ষে ২৫% যাবে মানবিক কার্যক্রমে সাড়াদানকারী স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংস্থাসমূহের কাছে। এর বাইরেও মানবিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা এবং সুনির্দিষ্ট কোন খাত-ভিত্তিক অর্থায়ন না করে বরং নমনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। এসকল উদ্দিপনার সাথে তারা আরোও বিশ্বাস করে, গ্রান্ড বারগেইন এর সুফল সবাই পাবে। এ সুফল শুধু বড় সংস্থাসমূহের জন্য নয়।

২০১৬ সালে বিশ্ব মানবিক সামিট (World Humanitrian Summit-WHS) এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে, মানবিক অর্থায়নের উপর গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি (হাই লেভেল কমিটি) মানবিক সংকটে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবধান বন্ধ করার জন্য সমাধান খুঁজতে থাকেন। তাঁরা তাঁদের একটি প্রতিবেদনে মানবিক সংকটগুলো কমিয়ে আনা, সংকটে সাড়া দেওয়ার জন্য অর্থায়ন এবং সম্পদ বৃদ্ধি এবং সেই সাড়া দান প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করার সুপারিশ করেন। পরবর্তী সুপারিশের সাথে সম্পর্কিত, প্রতিবেদনে বলা হয় দাতাসংস্থাসমূহ এবং মানবিক সাড়াদানে সক্রিয় সংস্থাগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন (a Grand Bargain between the big donors and humanitarian organisations in humanitarian aid).

২০১৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে WHS- এর সময় গ্রান্ড বারগেন নামের কিছু প্রতিশ্রুতিমালা গ্রহণ করা হয়। আশা করা হচ্ছে গ্রান্ড বারগেইন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের

উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশীদারিত্ব হবে সম্মানজনক।

ফলে বিশ্বব্যাপী মানবিক কার্যক্রমের ধারা বর্তমানে দাতা নিয়ন্ত্রিত "সরবরাহ-মডেল" থেকে পরিবর্তিত হয়ে জননিয়ন্ত্রিত "চাহিদা-মডেলে" রূপান্তরিত হবে। মানবিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন আরও দায়িত্বশীল হবে এবং জনগণ তার থেকে আরও বেশি সহযোগিতা পাবে।

গ্রান্ড বারগেইন বাস্তবায়নে প্রধান দশটি কর্মপ্রবাহ নির্ধারণ করা হয়েছে, যেগুলি নিম্নরূপ: ১. অধিকতর স্বচ্ছতা, জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান, ৩. নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা, ৪. নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা, ৫. যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন, ৬. অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তনঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা, ৭. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ৮. দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা, প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা, মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা।

গ্র্যান্ড বারগেন প্রতিশ্রুতিগুলো বা সমঝোতাগুলো বাস্তবায়ন আরও কার্যকর করতে ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সংক্ষিপ্ত আরও একটি দলিল প্রণয়ন করা হয়, গ্র্যান্ড বারগেন ২.০ নামেই এটি দলিলটি পরিচিত। দলিলটি মূলত গ্যান্ড বারগেন বাস্তবায়নের একটি নির্দেশনা। এই দলিলটিতে গ্যান্ড বারগেন বাস্তবায়নে দুটি অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে: মানসম্মত তহবিলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দৃশ্যমানতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে একটি কার্যকর এবং দক্ষ প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং মানবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্থানীয় সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্বের জন্য অধিকতর সহায়তা করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

BDCSO PROCESS

জাতীয় সচিবালয়
বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী,
ঢাকা ১২০৭